দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০/৮/৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মুর্তাজা আলীর ইন্তেকাল

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুর্তাজা আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার দিবাগত রাত ২টা ৪০ মিনিটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে - - - রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। গতকাল বাদ জোহর ধানমণ্ডির বায়তুল আমান মসজিদে নামাজে জানাজার পর তাঁকে বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

দু সপ্তাহ আগে মুর্তাজা আলীর স্ট্রোক হয়। গত মঙ্গলবার দুপুরে মুমূর্ষ অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়লে রাতে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তাঁকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় রাখা হয়। তাঁর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। জনাব আলী স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ৫ মেয়ে এবং বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তাঁর জানাজায় বিপুল সংখ্যক লোক যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিক আতাউর রহমান খান, রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা ডঃ এম, এ, হুদা এবং সাংবাদিকবৃন্দ। অর্থমন্ত্রী সইফুর রহমান মৃত্যুর খবর পেয়ে সকালে জনাব আলীর

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

মুর্তাজা আলীর ইন্তেকাল

(১ম পাতার পর)

বাসভবনে গিয়েছেন।

আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টায় মরহুমের ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে কুলখানি অনুষ্ঠিত হবে।

কর্মবহুল জীবনে সাহিত্যিক সরকারী চাকুরে ও সমাজসেবক হিসেবে সৈয়দ মুর্তাজা আলী প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। ১৯০৩ সালে সিলেটের মৌলবী বাজারের এক বিখ্যাত পরিবারে তাঁর জন্ম। মরহুম খান বাহাদুর সিকান্দর আলীর দ্বিতীয় ছেলে তিনি। মুর্তাজা আলীর বড় ভাই সৈয়দ মুস্তাফা আলী ও ছোট ভাই ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীও সাহিত্যিক হিসেবে স্বনামধন্য। মরহুম মুজতবা আলীর একাধিক বইতে যে 'মেজদা'র কথা বর্ণিত আছে তিনিই মুর্তাজা আলী।

মুর্তাজা আলীও আদরের ছোট ভাই সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন, নাম 'মুজতবা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'। তাঁর অন্যান্য সেরা গ্রন্থ হচ্ছে: 'আমাদের কালের কথা', 'বাংলা প্রবন্ধ বিচিত্রা', 'শাহজালাল ও শ্রীহট্টের ইতিহাস', 'হিষ্টরি অব জয়ন্তিয়া' এবং 'সেন্টস অব বাংলাদেশ এণ্ড হিষ্টরি অব চিটাগং'। তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় অনার্স ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ অর্জন করেন। তিনি কুষ্টিয়া, বগুড়া ও চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ছিলেন। এক সময় ছিলেন পাকিস্তানের আমদানী ও রপ্তানীর প্রধান নিয়ন্ত্রক। সর্বশেষ ছিলেন রাজশাহী বিভাগের কমিশনার।

এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ডিক্টিকট গেজেটিয়ার কমিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মুর্তাজা আলী এক সময় বাংলা একাডেমীর সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। তাছাড়া গেজেটেড অফিসার্স একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন তিনি। ১৯৮১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মুর্তাজা আলী ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস ইনষ্টিটিউটের চেয়ারম্যান।